0
Google
0
1

উপসম্পাদকীয়

মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে ব্যাংকিং ও করণীয়

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১১ জুলাই ২০১৫,শনিবার, ০০:০০

ইসলামী ব্যাংক ইসলামি অর্থনীতির একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র। আর ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য হলো আর্থিক ক্ষেত্রে মাকাসিদে শরিয়াহ বাস্তবায়ন। ব্যাংকিং-এ শরিয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের ইসলামি ব্যাংকিং চর্চায় সুদের প্রতিস্থাপন তথা ইসলামি পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুশীলন গুরুত্ব পেয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থাও ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে ২০১০ সালে আজারবাইজানের বাকুতে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলনে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের (CIBAFI) চেয়ারম্যান শেখ সালেহ কামিল বলেছেন: গত দশকগুলিতে ব্যাংকার, গবেষক ও শরিয়া বিশেষজ্ঞরা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের পদ্ধতিগত দিকে বেশি জোর দিয়েছেন। লেনদেনে হালাল পদ্ধতি অনুসরণে কিছুটা সফলতাও এসেছে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার ‘মাকাসিদ’ বা উদ্দেশ্যগত দিকটি যথার্থ অগ্রাধিকার পায়নি।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামি ব্যাংক কায়েম হয় বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে। এই ব্যাংকের প্রথম শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. এম এন হুদা বলেছিলেন: ইসলামি ব্যাংকিং ‘তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে’ জয়ী হয়েছে। এখন একে ‘পরিচালনগতভাবে’ সফল হতে হবে। গত তিন দশকে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ‘পদ্ধতিগত’ সফলতা প্রমাণ করেছে। এই সাফল্যের পথ ধরে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং কারবারের এক চতুর্থাংশ এবং বেসরকারি ব্যাংকিংয়ের এক তৃতীয়াংশ ইসলামি পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ইসলামি ব্যাংকিং এর প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর চাইতে বেশি।

এই পটভূমিতে এখন দেখা দরকার, মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে এর ‘উদ্দেশ্যগত সাফল্য’ অর্জনে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং কতটা সফল হয়েছে?

মাকাসিদে শরিয়া

‘মাকসাদ’ শব্দটি বাংলাভাষায় সুপরিচিত। এর বহুবচন ‘মাকাসিদ’। শাব্দিকভাবে ‘মাকাসিদ’ মানে কোনো কিছুর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, হেতু বা তাৎপর্য। আর শরিয়া হলো সুনির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস, কাজ ও অনুষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ। শরিয়ার ল্য ও উদ্দেশ্যই মাকাসিদে শরিয়া।

বারো শতকের ইমাম গাজ্জালির মতে, মূলগতভাবে মাকাসিদে শরিয়ার সম্পর্ক কল্যাণের সাথে। যা কিছুর দ্বারা মানুষের বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা হয় তা-ই কল্যাণ। এ নিরিখে কল্যাণকর সবকিছুর সহায়তা করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূর করাই মাকাসিদে শরিয়াহ।

চৌদ্দ শতকের ইমাম শাতিবি বলেন, বহু ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের আনুসরণ ও অনুগত করে থাকে। জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেও তাকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগামী করা শরীয়ার উদ্দেশ্য। বিশ শতকের ইবনু আশুরের মতে, ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য হলো মানব জাতির কল্যাণ। আর কল্যাণ সাধিত হয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা ও জীবনোপকরণের উৎকর্ষের দ্বারা। বর্তমান শতকের চিন্তা নায়ক ইউসুফ আল কারজাভি মাকাসিদে শরিয়াকে আরো সরলভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: শরিয়ার লক্ষ্য হলো কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূর করা।

মাকাসিদ তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

‘মাকাসিদ’ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন তাবেয়ি যুগের চিন্তাবিদ ইমাম তিরমিজি। এরপর আবু জায়েদ আল বালখি (ওফাত-৯৩৩ খ্রি:), ইবনে বাবাইয়াহ আল-কুম্মি (ওফাত-৯৯১ খ্রি:) এবং আল-আমিরি আল-ফাইলাছুফ (ওফাত-৯৯১ খ্রি:) মাকাসিদের গবেষণাকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এগিয়ে নেন।

দশম শতকে মাকাসিদ বিষয়ক আলোচনা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে। পরবর্তী ৩০০ বছরে বিষয়টি কাঠামোগত রূপ পায়। চৌদ্দ শতক নাগাদ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ উসুল বা নীতিশাস্ত্র তৈরি হয়। এই মুদ্দতে বেশ কজন মনীষী মাকাসিদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে অবদান রাখেন :

একাদশ শতকের মনীষী আল জুয়াইনি (ওফাত-১০৮৫ খ্রি:) মাকাসিদের আলোকে মানুষের চাহিদাকে পাঁচ স্তরে ভাগ করেন। সেগুলি হলো : ১. অপরিহার্য প্রয়োজন, ২. সাধারণ প্রয়োজন, ৩. নৈতিক আচরণ, ৪. সাধারণ অনুমোদন এবং ৫. বিবিধ প্রয়োজন (সুনির্দিষ্ট নয়)। তার মতে, মাকাসিদে শরিয়া হলো ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জুহাইনীর এই 'প্রয়োজনীয়তা স্তর তত্ত্ব' (Theory of levels of necessities)-এর আলোকে তার ছাত্র ইমাম গাজ্জালি (ওফাত ১১১১ খ্রি:) শরিয়ার উদ্দেশ্যকে পাঁচ স্তরে বিন্যস্ত করেন। গাজ্জালি তার স্তর বিন্যাসে বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশধারা ও সম্পদ সুরক্ষার কথা বলেন।

তেরো শতকের ইবনে আবদুস সালাম (ওফাত ১২০৯ খ্রি:) এবং শিহাব উদ্দীন আল কারাফি (ওফাত ১২৮৫ খ্রি:) মাকাসিদে শরিয়ার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যোগ করেন। চৌদ্দ শতকে শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়ুম (ওফাত ১৩৩৭ খ্রি:) আর্থিক কারবারে ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসম্মত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরি ও সঙ্গত মুনাফা বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই আলোকে আর্থিকক্ষেত্রে সুবিচার (আদল) এবং জনস্বার্থ (মাসলাহা আল আম্মাহ) সুরক্ষার কথা বলেন তিনি।

চৌদ্দ শতকের অপর চিন্তানায়ক আবু ইসহাক আল শাতিবি (ওফাত ১৩৮৮ খ্রি:) মাকাসিদে শরিয়ার ব্যাখ্যায় জুহাইনি ও গাজজালির স্তর বিন্যাস সমর্থন করেন। তবে তিনি মাকাসিদ হাসিলের পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন। শাতিবি পূর্বোক্ত পাঁচটি প্রয়োজনকে তিন স্তরে পুনর্বিন্যাস করেন। সেগুলি হলো ১. জরুরিয়াত, ২. হাজিয়াত ও ৩. তাহসানিয়াত।

পরবর্তী যুগে ইজতেহাদের ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ এক্ষেত্রে কার্যত বন্ধাত্ব নেমে আসে। এরপর বিশ শতকে ক'জন মনীষী এ বিষয়ে কাজ করেন। তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আল তাহির ইবনে আশুর (ওফাত ১৯০৭ খ্রি:), রশিদ রিদা (ওফাত ১৯৩৫ খ্রি:), মুহাম্মদ আল গাজালি (ওফাত ১৯৯৬ খ্রি:), ড. ইউসুফ আল কারজাভি (জন্ম ১৯২৬ খ্রি:), ত্বাহা আল আওয়ানি (জন্ম ১৯২৬ খ্রি:) এবং ড. এম ওমর চাপড়া (জন্ম ১৯৩৩ খ্রি:) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাতিবির মাসলাহা পিরামিড

মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নে শাতিবির স্তর বিন্যাস 'মাসলাহা পিরামিড' নামে পরিচিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তাবিদরা এই কাঠামোটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইসলামি ব্যাংকের নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদার এই অগ্রাধিকার স্তরভিত্তিক বিবেচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ক) জরুরিয়াত : শাতিবির মতে জরুরিয়াত হলো সে সব অতি আবশ্যকীয় বিষয় যা ছাড়া মানব কল্যাণের গতিধারা ব্যাহত হয়। জরুরিয়াত পূরণ না হলে জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়।

জরুরিয়াতের ৫ ভাগ: ইমাম শাতিবি জরুরিয়াত বা অপরিহার্য চাহিদাকে পাঁচ ভাগ করে তার প্রতিটির হেফাজত করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব।

হিফজুদদ্বীন বা বিশ্বাসের নিরাপত্তা

দ্বীন পরিপালন এবং এ ক্ষেত্রে যাবতীয় সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও জুলুম থেকে দ্বীনি জীবনের সুরক্ষা শরিয়াহর উদ্দেশ্য। দ্বীনের অনুসরণ এবং সংরক্ষণের ছাড়া মানবিক প্রশান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়, বরং সমাজ মানবিকতা ও নৈতিকতা হারিয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

হিফজুননফস বা জীবনের নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে নফস্ বা জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে অতীব মূল্যবান আমানত। এর সংরক্ষণ, সুস্থতা বিধান এবং জীবনের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা সকল মানুষের কর্তব্য। জীবনের সুরক্ষা ও বিকাশ সাধন করতে হবে এবং সকল প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য অন্যায় হস্তক্ষেপ, অবৈধ হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হিফজুল আকল বা বুদ্ধি-বিবেক নিরাপত্তা

আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষকে বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে। সেই সাথে তাকে কল্যাণ বৃদ্ধি ও অকল্যাণ দূর করে মাকাসিদে শরিয়াহর লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

হিফজুন নসল বা বংশধারা নিরাপত্তা

মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসাবে এ দুনিয়া আবাদ করবে। মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলামুক্ত সুসভ্য উম্মাহ গঠনের সুযোগ দিয়েছেন। মানুষকে এই বংশধারা সংরক্ষণে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

হিফজুল মাল বা সম্পদের নিরাপত্তা

সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেন-দেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানিসহ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইসলামে সম্পদকে জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এর সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইমাম শাতিবি সম্পদ সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেছেন।

খ) হাজিয়াত : হাজিয়াত হলো পরিপূরক কল্যাণ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনের বড় অংশই হাজিয়াতমূলক। রাস্তাঘাট, যানবাহন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করে। এগুলি মানুষকে কষ্ট ও তি থেকে রা করে। এসবের অভাবে জনজীবন অচল হয় না, তবে স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। জীবনকে সহজ সুন্দর আরামদায়ক করতে হাজিয়াতের যোগান ও সংরক্ষণ মাকাসিদ শরীয়াহ্র দ্বিতীয় অগ্রাধিকার।

গ) তাহসানিয়াত : তাহসানিয়াত মানে সুন্দর ও উত্তম। অপরিহার্য ও পরিপূরক কল্যাণ অর্জনের পর জীবনকে আরো সুন্দর, পরিপাটি ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে যা কিছু দরকার, সেগুলি তাহসানিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাহসানিয়াত মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনার সহায়ক। তাহসানিয়াত ব্যাপ্তিশীল। তাহাসানিয়াতের সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান কল্যাণের সাথে।

শাতিবি ও মাসলোর চাহিদা সোপানের তুলনা

শাতিবির চাহিদা তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে মাসলোর বিবেচনাটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিশ শতকের মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮-১৯৭০) 'চাহিদা সোপান তত্ত্ব' (Need Hierarchy) আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বিখ্যাত হয়েছে। তার মতে, মানুষের পাঁচটি চাহিদা সুনির্দিষ্ট এবং আনুক্রমিক। যথা ; ১. জৈবিক (Physiological), ২. নিরাপত্তামূলক (Safety & Security), ৩. সামাজিক (Social), ৪. মর্যাদাগত (Self esteem) এবং ৫. ব্যক্তি পরিপূর্ণতা (Self Actualization)। এসব চাহিদা নিচ থেকে ক্রমশ পিরামিডের মতো পরবর্তী ধাপে উপরের দিকে যায়। মাসলোর চাহিদাতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক (Subjective) যার পূরণ একান্তভাবে ব্যক্তির নিজ সামর্থ্যরে ওপর নির্ভরশীল।

অন্য দিকে ইমাম শাতিবির মাসলাহা পিরামিড কল্যাণকেন্দ্রিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective Oriented)। ফলে শাতিবির চাহিদা সোপান ব্যক্তির 'সামর্থ' নয়, বরং সর্বজনীন 'প্রয়োজন'-এর ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। শাতিবির মতে, মানুষের সব জরুরি প্রয়োজন বা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামর্থ্য যার যত কম, তার প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান তত বেশি দরদি হয়ে দায়িত্ব পালন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'মাসলো মডেলে' অনুপস্থিত।

মাকাসিদে শরিয়া ও ইসলামি ব্যাংকিং

ড. এম উমর চাপড়ার মতে, ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক সমাজ। সে সমাজে সব প্রতিষ্ঠান ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামি ব্যাংক ইসলামি অর্থনীতির মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজের সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থিক সুবিচার নিশ্চিত করবে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের অসীম অভাব ও সসীম সম্পদের কথা বলে এবং এ দুই এর ভারসাম্য রক্ষা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। অন্য দিকে ইসলামি দর্শনে সম্পদের মালিক আল্লাহ অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী। আল্লাহর খলিফা বা ট্রাস্টিরূপে মানুষ তার মালিক ও পালনকর্তার আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা দয়ার নীতি অনুসরন করবে। তারা কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা 'মারুফ' কায়েম করবে। মানুষকে সব অন্যায়-অনৈতিকতা বা 'মুনকার' থেকে বিরত রেখে তাদের জীবনকে বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা থেকে মুক্ত করবে।

মানুষের দায়িত্ব হলো কল্যাণ অর্জনের জন্য কাজ করা। সব মানুষের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ সেই কল্যাণেরই অংশ। লোভ বা GREED-এর পরিবর্তে প্রকৃত চাহিদা বা NEED-কে অগ্রাধিকার দিয়ে দরদ ও দায়িত্ববোধের সাথে সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার করলে সম্পদ ও চাহিদার টানাপড়েন কমে যাবে। একজন লোভী মানুষের লোভ পূরণ পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু সব মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণে পৃথিবীর সম্পদ পর্যাপ্ত।

১৯৭৮ সালে ওআইসি প্রণীত ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : 'ইসলামি ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা মেনে চলবে এবং কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে

বর্জন করবে।’ এই সংজ্ঞার দু’টি দিক স্পষ্ট। মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে কল্যাণ আহরণ ও সুদসহ যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ।

মাকাসিদের আলোকে ইসলামি ব্যাংকের জমাকার্যক্রম

ইসলামি ব্যাংক সব স্তরের জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জনগণের সঞ্চয়কে শরিয়াসম্মত খাতে ও পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অজর্নে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেনের সব ে্ত্র সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করে হালাল পদ্ধতি অনুসরনের ফলে মাকাসিদের আলোকে ঈমান সংরণের (হিফজুদ্ দ্বীন) পাশাপাশি জীবন-জীবিকার বৈধ ও ন্যায়ানুগ পথ প্রসারিত হয়। সঞ্চয়ী জমার ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভ-লোকসান অংশীদারী ‘মুদারাবা’ এবং চলতি জমার জন্য ‘আল ওয়াদিয়া’ পদ্ধতি অনুসরণ করে। ‘মুদারাবা’ পদ্ধতিতে গ্রাহক ‘রব্বুল মাল’ (সম্পদের মালিক) রূপে ব্যবসায়ে অংশীদার হয়। ব্যাংক ‘মুদারিব’ (উদ্যোক্তা, শরিক ও ব্যবস্থাপক) হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা করে। ‘আল ওয়াদিয়া’ পদ্ধতিতে চলতি গ্রাহকগন অর্থ নিরাপদে হেফাজতের জন্য জমা রাখেন। গ্রাহক ‘মুয়াদ্দি’ এবং ব্যাংক ‘মুয়াদ্দা ইলাইহে’রূপে চুক্তিবদ্ধ হন। ব্যাংক জমাকৃত অর্থ বৈধ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অনুমতি নেয়। এটি সাবেকি চলতি হিসাবের ইসলামি বিকল্প।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাংকিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যা অবারিত জনকল্যাণ বা ‘মাসালিহুল মুরসালাহ’ কে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামি ব্যাংক শুরু থেকেই স্বল্প প্রাথমিক জমার ভিত্তিতে হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের নি¤œবিত্ত মানুষকে ব্যাংকিং সেবার সাথে যুক্ত করে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে আইবিবিএল কৃষকদের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে চালু করেছে ১০ টাকা প্রাথমিক জমাভিত্তিক হিসাব। ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামি ব্যাংকগুলি জনকল্যাণে অংশ নিচ্ছে।

সম্পদের বণ্টন ও মানুষের পরকালীন কল্যাণে ওয়াকফ একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে মুসলিম শাসন আমলে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পদ ছিল ওয়াকফকৃত ও লাখেরাজ যার আয়ে শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হতো। ইংরেজ লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফত আইনের মাধ্যমে এই কল্যাণের অর্থ ও সম্পদ আত্মসাত করার ফলে জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়, জনকল্যাণ বিঘিœত হয়। এরপর থেকে ওয়াকফের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা পুনরুদ্ধার হয়নি।

দেশের কোনো কোনো ইসলামি ব্যাংক সেই কল্যাণধারা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ‘ক্যাশ ওয়াকফ আমানত’ সেবার অধীনে বিত্তবানদের ওয়াকফকৃত অর্থের আয় ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের অভাবী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক হজ আমানত, মোহর আমানত, বিবাহ আমানত প্রভৃতি বিশেষ কল্যাণকর হিসাব পরিচালনা করছে।

বিশ্বের প্রায় ৫০০ ইসলামি ব্যাংকে বর্তমানে মোট ৩৮ মিলিয়ন হিসাব গ্রাহক রয়েছেন। এর মধ্যে ১১.৭০ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলির। দেশের একটি ইসলামি ব্যাংক এককভাবে বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ ইসলামি ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে। মাকাসিদে শরীয়ার আলোকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাত দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

মাকাসিদের আলোকে বিনিয়োগকার্যক্রম

ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মূল বিবেচ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয় এদিকে খেয়াল রেখে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ এবং তা সমাজের উৎপাদনক্ষম ব্যাপক উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামি ব্যাংকের নীতি ও কৌশল।

জনকল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুষ্টিমেয় হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে বন্টনমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা মাকাসিদে শরীয়ার হিফজুল মাল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎপাদন ও মুনাফা শেষ কথা নয়। কার জন্য উৎপাদন, কী উৎপাদন এবং কিভাবে উৎপাদন এ তিনটি বিষয় সামনে রেখে সর্বজনীন কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বন্টন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কারবারে সারা দেশের প্রায় ছয় কোটি গ্রাহকের জমা অর্থের প্রায় আশি ভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রামের কতিপয় এলাকার বড় বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশের মাত্র কয়েকশো বিনিয়োগ গ্রাহকের ভালো-মন্দের সাথে দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভালো-মন্দের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। এ ধরনের কার্যক্রম মাকাসিদে শরিয়ার পরিপন্থী।

ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও খাত শরিয়ার দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া আবশ্যক। আর্থিক বিবেচনায় কোন ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যে ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। লাভের লোভে সিগারেট বা মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারী, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামি

ব্যাংক জড়িত হয় না। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ইসলামি ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারার মাঝে ভারসাম্য রেখে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদে শরিয়াহর জরুরিয়াতের পাঁচটি শর্ত পূরণে কাজ করা ইসলামি ব্যাংকের বুনিয়াদি লক্ষ্য। ইসলামি ব্যাংকগুলি এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সব এলাকায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

ইসলামি ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক দাতা-গ্রহিতা বা খাতক-মহাজনের নয়। এক. শিরকাত বা লাভ লোকসান অংশীদারী পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। দুই. প্রকৃত পণ্যের বেচাকেনার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তিন. ইজারা পদ্ধতিতে কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদির ভাড়া দাতা ও ভাড়া গ্রহীতারূপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই তিনটি পদ্ধতি মানুষের দীর্ঘ প্রচলিত স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রমেরই প্রতিচ্ছবি।

শিরকাতের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের অংশীদার হন। 'বাই' বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতারূপে বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম প্রভৃতি পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক চুক্তি করেন। ইজারা পদ্ধতিতে ভাড়াটিয়া ও ভাড়া প্রদানকারীরূপে দুই পক্ষ কারবারে শরিক হন।

ইসলামি ব্যাংক তার বেচাকেনা পদ্ধতিতে প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করে। এর ফলাফল সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে ভিন্ন। টাকা নিজে কোনো পণ্য নয়। এর নিজস্ব কোন উৎপাদন মতা নাই। পণ্য বেচাকেনার মাধ্যম, পরিমাপ, মানদণ্ড বা ভাণ্ডার মাত্র। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সেই মাধ্যমকে পণ্যের মতো বেচাকেনার ফলে আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেটিকে এরিস্টোটল 'কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার' হিসেবে দেখেছেন। এই অকল্যাণ দূর করা ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম মাকাসিদ।

সমাজিক উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকিং

বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে শরিয়ার উদ্দেশ্য পূরণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করছে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আবাসন সমস্যার সমাধান, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ ব্যাংকিং, সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ইসলামি ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ব্যাপক সামাজিক জনকল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলি স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, আর্সেনিক মুক্ত পানি প্রকল্প, ফর্মালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। বন্যাদুর্গত, সিডর আক্রান্ত, মঙ্গাপীড়িত, শীতার্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলো সব সময় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণ বা হিফজুল আকল নিশ্চিত করতে ইসলামি ব্যাংকগুলো মেধাবী অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক প্রি-স্কুল, মক্তব, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার পাঠাগার ইত্যাদি পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিপুল বিনিয়োগ করা ছাড়াও আইবিবিএল ১০২১ শয্যাবিশিষ্ট ছয়টি নিজস্ব হাসপাতাল ও সাতটি কমিউনিটি হাসপাতাল এবং পাঁচটি হোমিওপ্যাথিক কিনিক পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অধীনে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ রোগী সরাসরি চিকিৎসা সেবা পান। এ ছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চক্ষুশিবির, সুন্নতে খাতনা প্রভৃতি কর্মসূচি রয়েছে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের।

মাকাসিদ অর্জনে কিছু করণীয়

ইসলামি ব্যাংকিং এ দেশের আর্থিক খাতে যে কল্যাণমুখী ধারা সৃষ্টি করেছে মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে সে ধারা বেগবান করার জন্য প্রয়োজন আইনি সুবিধা, কাঠামোগত সংস্কার, নীতিনির্ধারক, পরিচালক ও পেশাদার ব্যাংকারদের জ্ঞানগত সামর্থ্য এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, মানবিক ব্যাংকিং, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, পল্লী অঞ্চলে অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলোও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার কল্যাণধর্মী ও অকল্যাণরোধী নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত, সঙ্কুলানমূলক ও স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থার ব্যাপক অবদানের সুযোগ ও সম্ভাবনার উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন : With its ethical, inclusivity promoting and stability enhancing attributes, Islamic finance

undoubtedly bears promise of playing major beneficial role in our socio-economic development দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং-এর কল্যাণব্রতী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র কর্মধারার বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা অনেক পুরনো দাবি। ইসলামি পদ্ধতিতে রূপান্তরে আগ্রহী সাবেকি ধারার ব্যাংকগুলোকে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু এবং ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলিকে আরো নতুন শাখা বা উইন্ডো খোলার সুযোগ দিলে তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মাকাসিদে শরিয়ার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের উপযোগী জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, ইসলামি ব্যাংকারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন নিয়মিত আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ইসলামি ব্যাংকিং পরিপালন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বতন্ত্র ব্যাংকিং বিভাগ স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ব্যাংকিংয়ের যথাযথ ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সব মহল উদ্যোগী ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

লেখক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

Hover to Expand

সর্বশেষ পঠিত